ভোরের কাগজ

AUG 1 1 2002

তারিখ
পৃষ্ঠা কলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিতে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তহীনতায়

নতুন করে আন্দোলনের ভয়ে ভীত □ ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠিত

রাশিদুল হাসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ একের পর এক সভা অনুষ্ঠান করলেও নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তহীনতায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। এদিকে অনির্ধারিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শতাধিক পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেছে, ফলে আরেক দফা সেশন জটের কবলে পড়তে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ছাত্রছাত্রীরা তাদের পূরণ না হওয়া ৬ দফা দাবি আদায়ে আবার আন্দোলন করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে পারে এই ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় খুলে না দেওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেন, কর্তৃপক্ষ এখনো ভয়ের মধ্যে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ছাত্রছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া কি হয়, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কর্তৃপক্ষ। তাই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য সময় নেওয়া হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে উপাচার্য ও প্রোক্টরের পদত্যাগের পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রশাসনের ওপর যে ক্ষোভ বিরাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে ক্ষোভকে প্রশমিত করার কৌশল হিসেবে আরো কিছু দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে চান।

শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত পুলিশি নির্যাতনের ঘটনায় ঐ রাতে হলে উপস্থিত সহকারী প্রোক্টর এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে ছাত্র-শিক্ষক পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে- এ কথা উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক বলেন, এ বিষয়টি মাথায় রেখেও কর্তৃপক্ষ দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিতে কর্তৃপক্ষ

● প্রথম পাতার পর

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্বের বিষয়টিও বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত খুলে না দেওয়ার একটি কারণ বলে জানা যায়।

এদিকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ৭ দফার পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত খুলে দেওয়ার দাবিতে আজ প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করবে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনও দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার প্রশ্নে কর্তৃপক্ষ গত ১ সপ্তাহে বিভিন্ন কমিটির সঙ্গে ৪টি সভায় মিলিত হয়েছে। গত ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে সিন্ডিকেটের সভা। এরপর ৫ আগস্ট এবং ৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা এবং ডিনস কমিটির সভা। সর্বশেষ গতকাল শিক্ষক সমিতির নির্বাহী পরিষদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। প্রতিটি বৈঠকেই সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো কর্তৃপক্ষকে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার জন্য বললেও কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছে বলে জানা যায়।

এদিকে গত ২৪ তারিখ থেকে সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকায় নতুন করে সেশন জটের কবলে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়। এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। স্থগিতকৃত এসব পরীক্ষা সম্পন্ন করতে প্রায় ৭ থেকে ৮ মাস লেগে যেতে পারে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানান।

গত ২৭ জুলাই ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগী উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী একক ক্ষমতাবলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়। তবে শামসুন্নাহার হলের গত ২৩ জুলাই সংগঠিত পুলিশি বর্বরতার পর ছাত্রছাত্রীরা সকল পরীক্ষা বা ক্লাস বর্জন করে।

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার যথাশিগগির বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার কথা বললেও এ ক্ষেত্রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্বিক পরিবেশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার আগে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সবার মতামতের ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত খুলে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, সে ক্ষেত্রে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা সম্ভব হবে।

ভোরের কাগজের সঙ্গে আলাপকালে ছাত্রছাত্রীরা বলেছেন, পরিবেশ শান্ত হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কেন এখনো বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিচ্ছেন না তা আমরা বুঝতে পারছি না। ছাত্রছাত্রীরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এখন হুমকির মুখে। তারা বলেন, আমাদের শিক্ষা জীবন ৬ মাস পিছিয়ে গেলো।

এদিকে হল বন্ধ থাকার কারণে খণ্ডকালীন চাকরি এবং টিউশনি করা অসংখ্য ছাত্র বর্তমানে চরম বিপত্তির মধ্যে রয়েছেন বলে জানা যায়। চাকরি এবং টিউশনির কারণে এসব ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতেও যেতে পারছেন না। ঢাকায় কোনো আত্মীয়স্বজন না থাকায় অনেক ছাত্রই বর্তমানে হোটেলে এবং মেসে কষ্টকর জীবনযাপন করছেন বলে ছাত্ররা অভিযোগ করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার টিএসসির যাত্রী ছাউনিতে রাত্রি যাপনকারী মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের এক ছাত্র নাম প্রকাশ না করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কারণেই আজ আমাদের উদ্বাস্তু জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

সূর্যসেন, জসীমউদ্দীন হলের একাধিক ছাত্র ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, কর্তৃপক্ষ আমাদের জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে। খাওয়া দাওয়া এবং হোটেলে থাকার খরচ জোগান দিতে আমরা নিঃস্ব হয়ে পড়লে খণ্ডকালীন চাকরি এবং টিউশনি থাকার কারণে বাড়িও যেতে পারছি না।